

সূরা ১০১ : কা'রি'আহ, মাক্কী ۱۰۱ - سورة القارعة مَكِّيَّة
(আয়াত ১১, রুকু ১) (آيَاتُهَا : ۱۱ رُكُوعَاتُهَا : ۱)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) মহা প্রলয়।	۱. الْقَارِعَةُ
(২) মহা প্রলয় কী?	۲. مَا الْقَارِعَةُ
(৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?	۳. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
(৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত।	۴. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
(৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূণিত রঙ্গীন পশমের মত।	۵. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
(৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে -	۶. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
(৭) সে তো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন।	۷. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
(৮) এবং যার পাল্লা হালকা হবে	۸. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

(৯) তার স্থান হবে হা'বিয়াহ।	۹. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
(১০) ওটা কি, তা কি তুমি জান?	۱۰. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةٌ
(১১) ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	۱۱. نَارٌ حَامِيَةٌ

غَاشِيَةِ طَامَّةٍ, শব্দটিও কিয়ামাত দিবসের একটি নাম। যেমন, صَاحَّةٌ এবং حَافَّةٌ এগুলিও কিয়ামাতের নাম। কিয়ামাতের বিভীষিকা এবং ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেছেন যে, কা'রি'আহ কি? আল্লাহ তা'আলার জানিয়ে দেয়া ছাড়া সেটা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন : সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে : كَانَهُمْ جُرَادٌ مُنْتَشِرٌ অর্থাৎ তারা যেন ছড়িয়ে থাকা পঙ্গপাল। (৫৪ : ৭)

তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ পাহাড়সমূহ ধূণিত ও ধূসরিত পশমের ন্যায় হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, كَالْعِهْنِ এর অর্থ হচ্ছে 'পশমী'। (তাবারী ২৪/৫৭৪) অতঃপর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা ভারী হবে সে তো বাসনারূপ সুখে অবস্থান করবে। আর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হবে সে জাহান্নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাকে উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ তার স্থান হবে হা'বিয়াহ। أُمُّهُ এর অর্থ হল মা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, সে মুখ খুবড়ে হাবিয়াহ জাহান্নামে

নিষ্কিপ্ত হবে। (তাবারী ২৪/৫৭৬) আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাকে মাথা নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে **فَاقْمُ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মস্তককে উদ্দেশ্য করে। কারণ মাথার সমস্ত কাজই মস্তক (Brain) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ধরনেরই বর্ণনা পাওয়া যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে। (তাবারী ২৪/৫৭৫, ৫৭৬, কুরতুবী ২০/১৬৭)।

হাবিয়াহ্ জাহান্নামের একটি নাম। এ জন্যই এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : সেটা কি তা তোমার জানা আছে? সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি।

আশ'আস ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, মু'মিনের মৃত্যুর পর তার রুহ ঈমানদারদের রুহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মালাক ঐ সব রুহকে বলেন : তোমাদের ভাইয়ের মনোরঞ্জন ও শান্তির ব্যবস্থা কর। পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে।' ঐ সৎ রুহসমূহ তখন জিজ্ঞেস করে : 'অমকের খবর কি?' সে কেমন আছে?' নবাগত রুহ তখন উত্তর দেয় : সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি? তখন রুহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলে : রাখ তার কথা, সে তার মা হাবিয়ায় পৌঁছেছে।'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **نَارٌ حَامِيَةٌ** সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি। ঐ আগুনের রয়েছে প্রচন্ড তাপ যা খুবই দাউদাউ করে জ্বলে এবং ক্ষণিকের মধ্যে সবকিছু ভষ্মীভূত করে দেয়।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আদম সন্তান যে আগুন ব্যবহার করে ঐ আগুনের তেজ জাহান্নামের আগুনের তেজের মাত্র সত্তর ভাগের এক ভাগ।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধ্বংস করার জন্য তো এ আগুনই যথেষ্ট?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তা ঠিক, কিন্তু জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী তেজস্বী।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪) অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে : 'ওর প্রত্যেক অংশ এই আগুনের মত এবং ওর এক অংশ এর মত।'।

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যাকে সবচেয়ে সহজ ও হালকা শাস্তি দেয়া হবে তাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।' (আহমাদ ২/৪৩২ ও ৩/১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করল : 'হে আমার প্রতিপালক। আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালে তোমরা যে প্রচণ্ড শীত অনুভব কর তা হল জাহান্নামের শীতল নিঃশ্বাস, আর গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড গরম তোমরা অনুভব কর সেটা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ১/৪৩১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে : 'গরমের তীব্রতা যখন প্রখর হয় তখন কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর সালাত আদায় কর। কেননা গরমের প্রখরতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ২/২০, মুসলিম ১/৪৩০)

সূরা কা'রি'আহ এর তাফসীর সমাপ্ত।